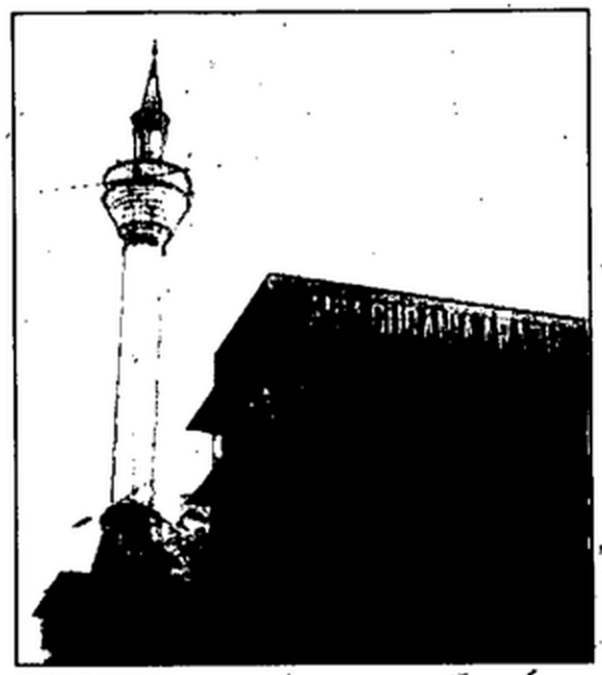

JAN. 28 2002

অবহেলা আর বৈষম্যের শিকার মাদরাসা শিক্ষা

মাওলানা মোহাম্মদ নূরুজ্জামান

বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এ দেশের শতকরা নব্বই জন লোক মুসলমান। এই বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার আলোকে এ দেশের শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। প্রাচীনকাল থেকে এদেশে শিক্ষার মূলনীতি ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত তথা ইসলামী ভাবধারা সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা। বর্তমানে যা 'মাদরাসা শিক্ষা' নামে পরিচিত। এই মাদরাসা শিক্ষা ছিল সরকারি কর্মকমিশনের স্বীকৃত ও অনুমোদিত। কিন্তু দেড় শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও দেশে মাদরাসা শিক্ষা দরদি কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় মাদরাসা শিক্ষার যে পরিমাণ উন্নতি ও অগ্রগতি হওয়ার কথা ছিল তা আজও হয়নি। বরং কালে কালে মাদরাসা শিক্ষা অবহেলা আর বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়েছে।

প্রতিযোগিতার বাজারে মাদরাসা শিক্ষা তুলনামূলকভাবে এখনও পিছিয়ে রয়েছে। দেশের একটা সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থা পিছিয়ে থাকা দেশের জন্য কোনক্রমেই সুখবর ও মঙ্গলের প্রতীক নয়। মাদরাসা শিক্ষা আজ হাজারও সমস্যায় জর্জরিত, ক্ষতবিক্ষত। আমি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি সমস্যা তুলে ধরব। আশা করি সরকার সব সমস্যার ওপর থেকে অবহেলার দৃষ্টি দূর করে সুনজর দেবেন ও ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করে এসব সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন।

মাদরাসা শিক্ষার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় এবতেদায়ী মাদরাসাগুলোর কথা। মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা অনুধাবন করে এক অর্ডিনেন্স বলে এ মাদরাসাগুলো চালু করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমপর্যায়ের এ মাদরাসাগুলো আজ পর্যন্ত সরকারিকরণ করা হয়নি। এমনকি এসব প্রতিষ্ঠানকে যথার্থ মূল্যায়ন পর্যন্ত করা হচ্ছে না। অথচ নীরবে-নিবৃতে দেশে শিক্ষা বিস্তারে এসব মাদরাসা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পরবর্তী সময়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কাছে সমস্যা তুলে ধরা হলে তিনি প্রত্যেক মাদরাসাকে ৩৬ হাজার অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষককে প্রতিমাসে ৮০০ টাকা হারে সম্মানী ভাতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ওয়াদাটি কার্যকর হওয়ার আগেই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। বিএনপি সরকারের আমলে এরশাদ সরকারের এ পরিকল্পনা আর গৃহীত হয়নি। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, ধর্ম প্রতিমন্ত্রীসহ সচিব পর্যায়ে বহু মিটিং হওয়ার পর ঘোষণা করা হয়, রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মতো বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদিও ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষকগণ পাবেন।

ঐতিহাসিক লালবাগ মাদরাসা

সরকারি ও রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরকার প্রতিবছর বিনামূল্যে বইপত্র বিতরণ করে থাকেন। কিন্তু ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলোতে সরকারি কেন বইপত্র দেয়া হয় না। এখানে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে, দেশের ষোল হাজার ইবতেদায়ী মাদরাসার যে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে তারা কি এদেশের নাগরিক নয়? এদের অভিভাবকগণ কি সরকারের প্রাপ্য বিল/কর প্রভৃতি দেয় না? তবে কেন এ নিষ্পাপ শিশুদের প্রতি এত অবিচার? কেন এদের নিরক্ষর করে রাখার এ হীন চক্রান্ত?

'শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি' দেশের জনগণের সুনাম কুড়িয়েছে। আমাদের দেশের মতো শিক্ষার প্রতি অবহেলিত জাতির জন্য শিক্ষার কণ্ঠরোধ করতে দেশের জন্য কষ্টকর হলেও এরকম একটি কর্মসূচির যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের মাসে ১০০ টাকা করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অথচ ইবতেদায়ী মাদরাসার ছাত্রছাত্রীদের কথা একবারও ভাবেনি। তাহলে বর্তমান জোট সরকারও কি মাদরাসা শিক্ষা বন্ধের ব্যবস্থা করছে?

ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলোর একাডেমিক কার্যক্রম মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বোর্ডের অত্যধিক ঝামেলার ফলে নিম্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, 'ইবতেদায়ী মাদরাসা শিক্ষা অধিদফতর' নামে পৃথক একটি অধিদফতর চালু করা অপরিহার্য। এটি বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে পৃথক একটি সেল খুলে অস্থায়ীভাবে এর কার্যাদি পরিচালনা করা যেতে পারে। এ তো গেল এবতেদায়ী মাদরাসার কথা। এবার একটু নজর দেয়া যাক মাধ্যমিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মাদরাসা শিক্ষার দিকে। দাখিল ও আলিমকে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি মান দেয়া হয়েছে। ফলে আলিম উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ইন্টারমিডিয়েট পাসের সমান সুযোগ নিয়ে ভার্সিটির অনার্স প্রোগ্রামেও ভর্তি হতে পারে। কিন্তু ফাজিলে ডিগ্রির বই ও সিলেবাস পাঠ্য তালিকায় থাকলেও ফাজিল উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ডিগ্রির মান পায় না। বিসিএসসহ অনেক উচ্চপদে চাকরিতে আবেদনের সুযোগ পায় না। কামিল শ্রেণীতেও বর্তমানে যে সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এরাবিক ইতিহাস ও ইসলামিক স্টাডিজের সিলেবাসের চেয়েও অনেকটা ভারি। কিন্তু তারপরও কামিলকে মাস্টার্সের মান দেয়া হচ্ছে না। ফলে ফাজিল ও কামিল উত্তীর্ণরা দেশে-বিদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি অথবা উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের কিংবা বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ পায় না। আসলে ফাজিল ও কামিল পাস ছাত্রদের ডিগ্রি ও মাস্টার্সের মান দেয়া তো কোন অনুগ্রহ নয় বরং যোগ্যতার স্বীকৃতি মাত্র। যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করতে এত কুণ্ঠাবোধ কেন?

দীর্ঘদিন ধরে মাদরাসার ছাত্র-অভিভাবকরা ফাজিল ও কামিলকে যথাযথ মানে ভূষিত করার জন্য আন্দোলন করে আসছে। ছাত্রদের এ দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ১৯৯৫ সালে ডিগ্রি সমতা বিধান উপকমিটির কাছে ৮ দফা দাবি সংবলিত একটি মহাপ্রত্যাশিত রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে বলা হয়, ফাজিল ও কামিলকে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ ও এমএ'র মান দেয়া যেতে পারে এবং ফাজিল ও কামিল মাদরাসার কার্যভার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মাদরাসা বোর্ডের সম্পদ ও জনবল ব্যবহার করে এর কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুপারিশও রিপোর্টে করা হয়।

অতীব দুঃখের বিষয়, স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের রিপোর্টে দ্বিধাহীনভাবে ফাজিল ও কামিলের যথাযথ যোগ্যতা স্বীকার করার পরও এখন পর্যন্ত কেন ফাজিল ও কামিলকে প্রস্তাবিত মান দেয়া হচ্ছে না। ডিগ্রি ও মাস্টার্সের মান দেয়া মানে তো এ নয় যে, কেউ ফাজিল পাস করলে বিসিএস পাস করে ফেলবে। কিংবা মাস্টার্সে ভর্তি হয়ে যাবে বা বড় চাকরি পেয়ে বসবে। বরং তাতে অন্তত বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের, মাস্টার্সে ভর্তির আবেদন করার সুযোগ পাবে মাত্র। অতএব, দেশ ও জাতির স্বার্থে আর কালক্ষেপণ না করে ফাজিল ও কামিলকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মানে ভূষিত করা অপরিহার্য। বর্তমান সরকারের সঙ্গে ইসলামী দল সম্পৃক্ত তাই এবার হয়তো এসব কিছু বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করছে জাতি। তাছাড়া বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষার উন্নতিকল্পে বর্তমান সরকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার সম্মানিত ভিসি ড. মুস্তাফিজুর রহমানকে সভাপতি করে একটি নতুন কমিটি গঠন করেছে। আশা করা যায়, এই কমিটি উপরোক্ত বিষয়াদি সুবিবেচনা করে সরকারের কাছে অতি সত্বর সুপারিশমালা প্রদান করবে এবং জোট সরকার খুব তাড়াতাড়ি তা বাস্তবায়ন করবে।

মাদরাসার ছাত্রদের কামিল পাস করার পর উচ্চতর গবেষণার কোন সুযোগ নেই। মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন কিংবা ঢাকা আলিয়া মাদরাসার মতো ধর্মীয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বাধীন কোন গবেষণার ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় ১৬টি বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দেশে যে প্রতিভার বিকাশ হয় তা ক্রমান্বয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। এসব প্রতিভাকে দেশ, জাতি ও ধর্মের স্বার্থে টিকিয়ে রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই কামিল পাস ছাত্রদের উচ্চতর গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধীনে অন্তত ইসলামী বিষয়গুলোর ওপর কামিল উত্তীর্ণ ছাত্রদের এমফিল করার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

দেশে নবপ্রতিষ্ঠিত বেসরকারি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যেমন : দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে এমনিভাবে এমফিল করার সুযোগ দেয়া উচিত। এ তো গেল দেশের অভ্যন্তরের কথা। বিদেশেও সরকারের উদ্যোগে মাদরাসা ছাত্রদের উচ্চতর পড়াশোনার কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত করা হয়নি। সরকারের উচিত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে স্বাক্ষরিত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চুক্তির সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি মদিনা আল আজহার, কিং সউদ, কিং ফয়সাল ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে চুক্তি করে মাদরাসার ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষা, ডিগ্রি ও গবেষণার পথ সুগম করা।

দেশে শত শত স্কুল-কলেজ পূর্ণ সরকারি থাকলেও এর বিপরীতে মাত্র তিনটি মাদরাসা সরকারি রয়েছে। এ তিনটির কোনটিই বাংলাদেশ আমলে হয়নি। তাছাড়া সরকারের সুনজরের অভাবে এই মাদরাসাগুলো এখন একেবারেই মুমূর্ষু। শিক্ষক সংখ্যা, লাইব্রেরি সংখ্যা, পরিবহন ব্যবস্থা ও আবাসিক সমস্যা প্রকট।

বাংলাদেশের সকল মাদরাসার জন্য একটি শিক্ষাবোর্ড থাকায় ছাত্র-শিক্ষকদের অসহনীয় দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। সামান্য কাজের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছুটে আসতে হয় রাজধানী ঢাকায়। মাত্রাতিরিক্ত কাজের ঝামেলায় পরীক্ষা নিতে ফলাফল প্রকাশ করতে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়ে পড়ে। তাই সব দিক বিবেচনা করে প্রতিটি বিভাগীয় পর্যায়ে পৃথক পৃথক শিক্ষাবোর্ড স্থাপন করা দরকার। যা মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছেন।

শিক্ষাব্যবস্থা সময়ের পরিবর্তন ও চাহিদার আলোকে পরিবর্তিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণের নামে কোন শিক্ষাব্যবস্থা তার নিজস্ব স্বকীয়তা হারাতে পারে না। আধুনিকীকরণের নামে মাদরাসার সিলেবাস থেকে যেভাবে ধর্মীয় বিষয়গুলো ছাঁটাই করা হচ্ছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক ও লজ্জাকর। ধর্মীয় বিষয় ও ধর্মীয় শিক্ষা কোন দিন জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির এবং প্রকৃত আধুনিকতার প্রতিবন্ধক হতে পারে না। সরকারের কৃচ্ছ্রতামূলক নজর পরিহার করে বরং সাম্প্রতিক চাহিদার আলোকে ধর্মীয় বিষয়গুলো সংস্কার করা যেতে পারে। বর্তমান গণতান্ত্রিক জোট সরকার মাদরাসা শিক্ষার উপরোক্ত সমস্যাগুলো সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন এবং এগুলোর আশু সমাধানে এগিয়ে আসবেন– আমরা এ আশা পোষণ করি।